## অনুজ সাউ (আণ্ডার গ্রাউণ্ড লোডার)

প্রশ্ন ঃ আপনার কোলিয়ারির চাকরিটা কিভাবে হল?

উত্তর ঃ আমার মায়ের চাকরীর জায়গায় আমি পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ মা কতবছর চাকরী করেছেন?

উত্তর ঃ আমার মা কোলিয়ারিতে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চাকরী করেছেন। এরপর ২৫-৭-১৯৯৫ সালে রিটায়ার করেছেন। আমি জয়েন করেছি।

প্রশ্ন ঃ তোমার মা কেন রিটায়ারি করেছেন?

উত্তর ঃ কোলিয়ারিতে মহিলাদের ভি.আর.-এর ব্যবস্থা আছে। মা যদি কাজ করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার জায়গায় তার ছেলে চাকরীতে জয়েন করতে পারে। আমার মা আমার নাম দেয়। এরপর মা কাগজপত্র করে আমাকে চাকরীতে জয়েন করিয়ে দেয়। এখন আপাতত আমি কাজ করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার পোষ্টের নাম কি?

উত্তর ঃ Underground Loader আমার Post এর নাম। আমাকে রোজ কমপক্ষে দু'টন কয়াল ভরে দিতে হয়। ২ টন গাড়ি ভরতে পারি তবেই আমার হাজিরা দেবে। এক গাড়ি ভরে নিয়ে গেলে তার কোন মূল্য নেই। আমার লোকসান হবে। যেমন এক গাড়ি ভরলে কমপক্ষে ৬০-৭০ টাকা। যদি ডবল গাড়ি ভরি ২৫০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ দিনে মোট ২০০ টাকা? আর এক্সট্রা গাড়ি ভরলে?

উত্তর ঃ এক্সট্রা গাড়ি ভরলে প্রতি গাড়িতে ৬০-৭০ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ কয়লা বয়ে নিয়ে যাবার টাকা তো দেবে না। যেখানে বয়ে নিয়ে যাবার টাকা দেওয়া উচিত। ২'টন ভরলে কাজের জায়গা থেকে কয়লার টাব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার টাকা দেয়। কিন্তু অতিরিক্ত হলে তা দেয় না। ভয়ে, আমরা কিছু বলিনা। সব শ্রমিকরা একসাথে হয়েই কিছু বলতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি ২ টনের বেশী কয়লা লোড করতে পারেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। দু'টনের বেশী ভরতে পারি।

প্রশ্ন ঃ কতটা বেশী গাড়ি ভরতে পারেন বা সপ্তাহে বা মাসে কতগুলো অতিরিক্ত গাড়ি লোড করেন?

উত্তর ঃ দু'টনের বেশী এক গাড়ি বা দু গাড়ি ভরতে পারি। যদি সব মাল পত্রের যোগান থাকে বা কম দূরে কয়লার ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে বেশী গাড়ি ভরা হয়। একটা পিলার -- ধরুন দেড় ফুট - ১৬০ ফুটের পিলার হয়। যদি ধরুন তিন চারটা পিলার ঢোলাই যেতে হলে কিছু তো সমস্যা হবে। চালের অবস্থাও দেখার দরকার পড়ে। চাল খসে পড়লে বা কোথাও কোথাও ঝুঁকেআস লে বা নীচুতে থাকলে আমাদের কয়লার ঝোড়া নিয়ে চলাচল করতে অসুবিধা হয়। যাই হোক না কেন আমাদের ডবল গাড়ি ভরতে হয়। যদি বেশী সমস্যা হয় তাহলে ঠিক আছে। কহি বাত নেহি।

প্রশ্ন ঃ বেশী সমস্যা বলতে - - -

উত্তর ঃ বেশী সমস্যা বলতে -- যদি একদম নাই হয় (?) তাহলে আমরা এক গাড়ি ভরে চলে যাই। যদি সরকার সমস্যা নজর করে -- আর যদি চায় তবে full back দেয়। full back মানে হাজরীর থেকে ১০-২০ টাকা কম পাই আমরা। কিন্তু ও যদি না মানে বলে -- না তোমার হাজিরা কাঁটা যাবে তাহলে আমরা মাত্র এক গাড়ির পয়সা ৬০-৭০ টাকা পাই।

প্রশ্ন ঃ প্রোডাক্সান-এর জন্য সব মালপত্র ঠিক ঠিক সময়ে পাওয়া যায় না? আপনারা কম মাল ভরতে পারেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়। যেমন -- খাদানের মধ্যে লাইন মিস্ত্রিরা বসে থাকে। তার তো ডিউটি করার কথা। কিন্তু লাইন মিস্ত্রিদের উপর ওয়ালারা তো তাদের বলতে পারে - দেখ লোডারদের যাতে সুবিধা হয়। ম্যানেজমেন্ট আমাদের দিকে কোন ধ্যান দেয় না। আমরা হয়ত নালিশ করলাম। যতই নালিশ করি তারপর দেখব তিন-চার দিন চলে যায়। তরপর একটা লাইন বসে। আর যদি সারাদিনে একটা লাইনও বসায় আমাদের খুব সুবিধা হয়। কখনও মনে হলে করে। যদি বেশী চাপ, দাবাও পরে লোডারদের, তখন কাজ হয়। নচেৎ নয়। আর ওরা জানে লোডার তো আছেই। তারা কোন মতে ডবল গাড়ি ভরবেই। এটা নিশ্চিত। তাই সরকারও কোন ধ্যান দেয় না। না হলে কে না চায় বেশী কাজ করে কামিয়ে নিতে। লোডারদের উপর সবসময় চাপ থাকে। কখনও দুপুর ৩-৩০ এর সময় বলবে আর একটা গাড়ি ভরতে হবে। তখনও হয়ত আমরা একটা গাড়ি ভরে উঠতে পারি নি। আমাদের বলা হচ্ছে ডবল গাড়ি ভরতে। তখন আমাদের ডবল গাড়ি ভরেই যেতে হবে। না ভরলে সরকার আমাদের পয়সা দেবে না।

প্রশ্ন ঃ যদি সমস্ত দরকারী জিনিসপত্র যোগান দিতে না পারে তখন যদি আপনারা কম - - - -

উত্তর ঃ দেখুন যারা পুরান লোডার আছে তারা কখনই একটা গাড়ি করে চলে যেতে চায় না। তাদের পরিবার আছে, বাল-বাচ্চা আছে। তারা ডবল গাড়ি করবেই। তারা শান্তিকামী ও আমরা যারা যুবক আছি। নতুন ছেলে কমজোর টাইপের ছেলে, তারা বলে দ্যুৎ! এত কষ্ট করে, গাড়ি ভরতে গিয়ে চোট আঘাত লেগে যাবে। তাই চল চলে যাই। হাজরী তো হয়েই গেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মত যুবক ছেলেরা কি মাঝে মাঝে ডবল গাড়ি ভরতে চায় না।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। এমনিতে তো ডবল গাড়ি ভরতেই চাই। কিন্তু বেশী সমস্যা হলে এক গাড়ি ভরে চলে যায়।

প্রশ্ন ঃ পুরানোরা কি এরকম করেনা?

উত্তর ঃ না। সাধারণত নতুনরাই এরকম করে। কিন্তু কখনও কিছু কিছু পুরানোরা যখন বোঝে যে না এরা তো সত্যিই সমস্যায় আছে আর ওরা হটে যাচ্ছে। তখন তারাও বাধ্য হয় চলে যেতে। কারণ চারজন সরে গেল। আর চারজন রয়ে গেল গাড়ি ভরার জন্য। তখন সরকার বলবে তোমাদের যা সমস্যা হচ্ছে, অন্যদেরও একই সমস্যা হওয়া উচিত তা ওরা যখন দু'গাড়ি ভরল। তখন তোমাদেরও উচিত ডবল গাড়ি ভরা। সত্যি কথা এই সবই হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে বললেন কমজোর আদমী, কেন আপনারা নিজেকে কমজোর মনে করছেন?

উত্তর ঃ ধরুন আমাদের ঝোড়া নিয়ে চলতে হয় চার ফুট মত উচ্চতার সুড়ঙ্গ দিয়ে আমাদের ঝোড়া নিয়ে চলতে হয়। এরকম ভাবে প্রায় দু পিলার মত চলতে হয়। বহু বার এখান দিয়ে চলতে গিয়ে আমার হাতে রডের বাড়ি লেগেছিল। আপনিই বলুন, এভাবে ঝোড়া নিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেড়শো ফুট চলা এবং গাড়িতে ঢালা। বেশ সমস্যাই হয়ে পড়ে। আমরা তাও চেষ্টা করি। গাড়ি ভরি।

প্রশ্ন ঃ এই দেড়শো ফুট ধরে কয়লা স্তরের উচ্চতা কম?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কোথাও চার ফুট ও কোথাও ছয় ফুট। আবার কোথাও কোথাও ডাইকআছে। পাথর পড়ে গেছে কয়লা স্তরের মধ্যে। তখন ঐ অংশের পাথর ছেড়ে উপরে গিয়ে কয়লার স্তর পাওয়া যায়। এই ডাইক বেয়ে আমাদের উপরের ছাদে উঠে যেতে হয়। এবং সেখানের কয়লা নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ লোডারের কেমন হাজারী?

উত্তর ঃ এখন আমি দেখেছি যে লোডার-এর হাজারী ও হাজারী ডিপার্টমেন্টের হাজারী ওয়ালা তো একই রকম হাজারী দেওয়া হয়। লোডার-এর সমান সমান। লোডার-এর কিছু বেশা হাজীরা পায়। যেমন ওরা ১০,০০০ হাজারী তুলছে। আর লোডার ১২০০০। কিন্তু দুজনের কাজে আকাশ পাতাল তফাত। লোডার কিছু বিশী পেলেও হাজারী ডিপার্ট তো অত কঠিন বিপদজনক কাজ নয়। আমাদের মত আট ঘন্টা ওরা কাজ করে না। অতো পরিশ্রম খাটালি ওদের নয়। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করি। ওরা শুধু প্রয়োজন মত একটা সময় কাজ করে। অন্য সময় তো বসে থাকে। যতটা লোডার ডিপার্ট এর ওয়ার্কারিদের খাটুনী বা ঘাম ঝরাতে হয়, ওদের অতটা কাজ করতে হয় না। যেমন tellimen, drillar আর খুঁটা মিস্ত্রি, সবার খুব খাটালী আছে। ড্রিলিং করার জন্য শক্তিশালী শ্রমিকের দরকার পরে। আর সবার একাএকা কাজ নয়। কয়জনের সহযোগে কাজ।

প্রশ্ন ঃ সব থেকে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় কোন কাজে?

উত্তর ঃ সব থেকে শক্তিশালী কাজের নাম দেওয়া হয়েছে Heavy Tindal, Heavy Tindal মানে লোহা-লক্কর যেসব আছে বা বড় বড় মেশিন তা ঠেলে ঠেলে খাদ থেকে তুলে আনা। লোডারের ও খাটনি আছে।

প্রশ্ন ঃ Heavy Tindal -রা কি কোন নির্দিষ্ট প্রদেশ থেকে আসা?

উত্তর ঃ Heavy Tindal একটা ডেজিগনেশ্ন হয়েছে। আপনি যদি চান আপনি এই কাজে যেতে পারেন। যে কেউ হতে Heavy Tindal হতেপারে। যে যা বেছে নিচ্ছে। Heavy Tindal একা একটা মেশিন উঠাতে পারে না। ওদের দল হয়। ৭-৮ জনের বা ১০ জনের। একজন সর্দার থাকে। সে যেমন আইডিয়া দেবে বাকিরা সেভাবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ঃ Heavy Tindal এই যারা তাকত্বান লোক তারা কি কোন সম্প্রদায়ের লোক। যেমন — বাউরী, সাঁওতাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর ঃ না। ওরা যে কোন কেউ হতে পারে। আমিও হতে পারতাম। এটা খুব শক্তির কাজ। কিন্তু একটু একটু করে সবাই মিলিয়ে একসাথে করলে সফলতা পাওয়া যায়। আসল খাটালি কাজ হচ্ছে লোডাদের। যাদের ৭০-৮০ কেজি ওজন নিয়ে ১৫০ ফুট ৮০ ফুট চলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ কত লোডার কাজ করে আপনার কোলিয়ারিতে?

উত্তর ঃ এমনিতে এক পালিতে ত্রিরিশটা লোডার কাজ করে। তার মধ্যে কিছু কামাই করে। লোডারা তো ডেইলি খাটতে পারে না। মোটামুটি ২০-২৫ জন লোডার থাকে।

প্রশ্ন ঃ কটা working face-এ কতজন করে লোডার থাকে?

উত্তর ঃ দুটো লাইনে লোড হয়। মানে দুটো working face-এ কাজ হয়। দশজন করে খালি গাড়ি ভরে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের সাথে আর কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক আছে?

উত্তর ঃ একজন উড়িয়া আছে। সে প্রাইজ পেয়েছে। ছবি বেরিয়েছে। কারণ সে সবার চেয়ে বেশী গাড়ি ভরেছে। যেমন - জানুয়ারী-মার্চ এই সময় ম্যানেজমেন্ট সরকারকে জবাব দেবে কতটা প্রোডাকশ্ন হয়েছে সারা বছরে। যত কোলিয়ারির ওয়ার্কারি আছে, তাদের মধ্যে সবথেকে বেশী কে গাড়ি ভরেছে? তাকে ম্যানেজার, ডি.এম. এসে প্রাইজ দেয়। আমি একবার নাম দিয়েছিলাম। চাঁদির কয়েন পেয়েছি। সব লোডাররা তখন পাঁচ গাড়ি ছয় গাড়ি কত ভরেছিল।

প্রশ্ন ঃ সব লোডার পাঁচ-ছয় গাড়ি ভরেছিল?

উত্তর ঃ সবাই। তখন টার্গেট চলছিল। তখন পিলার কাটা হচ্ছিল। পিলারটা আমরা কেটে কেটে যাচ্ছিলাম। আর পেছনের চাল সবশুদ্ধ পিছন দিকে পড়ে যায়। এইটা খুবই বিপদজনক। তাই খুব সাবধানে কাজ করতে হয়। তখনই লোডারদের বিপদ (এই পিলার কাটাকে চাঁদনি বলে)। চাঁদনি চলার সময় প্রোডাকশ্ন বেশী হয়। তখন টার্গেট চলে। যত বেশী প্রোডাকশ্ন হবে আমাদের পুরস্কৃত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ পুরস্কৃত ওড়িয়া লোডারটি কত গাড়ি ভরে ছিলেন?

উত্তর ঃ তার রিপোর্ট আমার ঠিক জানা নেই। তবে অনেক গাড়ি ভরেছিল। টার্গেট যখন চলেছিল তখন মাসে ঐ প্রায় ১১২-১১৪ টা গাড়ি ওর হয়ে যেত। একদিন আমিও ওর সাথে ছিলাম। ও মনের জোর বাড়িয়ে বলত — চল চল কামাতে যখন এসেছ যতদিন পার কামিয়ে নাও। আমিও সেদিন ছয় গাড়ি ভরেছিলাম। আট ঘন্টায়। ছয় লোডার। তিনজন করে বেলচা চালাচ্ছে। তিন জন বইছে।

প্রশ্ন ঃ লোডারের দলে উড়িয়া ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের লোক আছে?

উত্তর ঃ সাঁওতাল, বাউরি, অন্যান্য হিন্দি বলা লোক — সাহু, নাপিত ইত্যাদি। ওখানে কোন জাতীভেদ নেই।

প্রশ্ন ঃ সব থেকে 'তাকত্ওয়ালা' কে — পুরানো না নতুন।

উত্তর ঃ পুরানোরা বেশী শক্তি। নতুনরা পিছিয়ে যায়। কারণ মনে হয় আমাদের এখনও লম্বা সময় আছে কাজ করে দেখাবার। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। পুরানোদের ফেমিলি আছে। তাদের ছেলেরা আমাদের বয়সের। বেকার আছে। তাই পুরানো লোকেদের কঠিন মনোবল। তারা বেশী কাজ করে, ছেলেদের জন্য । নতুনদের ফেমিলি চিন্তা ততটা নেই।

প্রশ্ন ঃ কোন ইউনিয়নে আছেন?

উত্তর ঃ কংগ্রেস পার্টিতে।

প্রশ্ন ঃ আই এন টি ইউ সি - তে?

উত্তর ঃ মজদুর সভা। ইউনিয়নের নাম জানি না। পার্টির কাগজ আপনাকে দেখাতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন কি কি কাজ করে?

উত্তর ঃ আমার কোন সমস্যা হলে ওরা আমায় সাহায্য করবে। ওদের কাছে অনুরোধ করলে ওরাই কাজটা করে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা নিজে কখনও জানান নি আপনাদের সমস্যা নিয়ে?

উত্তর ঃ না। আমি মাইনিং এর পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। ৩-৪ বছর ধরে চেষ্টা করছি, ম্যানেজারের সই করান দরকার ছিল আমার সার্টিফিকেটে আমি এটাও জানি যে ওয়ার্কার। কমপক্ষে দু'বছর কাজ করেছে তারা প্রমোশনের জন্য মাইনিং-এর পরীক্ষায় বসতে পারে। আমি ম্যাট্রিক পাশ। আমার ফিটিং মাস্টার ও বলেছে এই লোডারের হবে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট অগ্রাহ্য করছে। হবে না তো বলেছে। খাদানে যত সমস্যা হয় না, সবাই আমাকে বলবে। ওরা জানে আমি ঠিক সামলে নেব।

প্রশ্ন ঃ আপনি কত অবধি পড়েছেন?

উত্তর ঃ ম্যাট্রিক অবধি।

প্রশ্ন ঃ ম্যাট্রিক অবধি করেছে কতজন লোডার আছে?

উত্তর ঃ বাইশ-পঁচিশ জন লোডার আছে। আমাদের যতজন ম্যাট্রিক পাশ লোডার আছে তাদের বলা হয়েছে সার্টিফিকেট লেবার অফিসে জমা দিতে। আমরা দিয়েছি। কিন্তু কোন জবাব দেয় নি। আমি প্রোমশনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এই ব্যাপারে ইউনিয়ন কোন সাহায্য করেনি।

প্রশ্ন ঃ আর কি কাজ ইউনিয়নের করা উচিত মনে করেন?

উত্তর ঃ যেমন ইউনিয়নের উচিত খাদের সম্পর্কে জানকারি কারা। ওদের উচিত ওয়ার্কারদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা, কিন্তু সেটা হয় না। ইউনিয়নের নেতার যদি নিচে কাজ থাকে তবে তার নিচে নামা উচিত। কিন্তু ওরা তা করে না। একটা ডি.এম. এসেছিল ও একটা নেতাকে জোর করে খাদানে নামিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ নেতা কোন পোষ্টে কাজ করে?

উত্তর - কে জানে। আমার হিমৎ কোথায় ওকে জিজ্ঞাসা করি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কোলিয়ারিতে এইচ ডি এল মেশিন আছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি এই মেশিন দেখেছেন?

উত্তর ঃ না। তবে শুনেছি। এইচ ডি এল মেশিনের নাম শুনেছি। এইচ ডি এল মেশিন লোডারের কাজ করে। লোডারের সুবিধা হয়।

প্রশ্ন ঃ সুবিধা কিভাবে হবে?

উত্তর ঃ সুবিধা হবে যে, লোডার লাগবে না ফলে লোডারদের অন্য ডিপার্টমেন্ট-এ যেমন ধরুন হাজারী ডিপার্টমেন্টে কাজ দেবে এতে লোডারের সুবিধা হবে।

প্রশ্ন ঃ এতে অ্যাপয়েটমেন্ট কমে যাবে না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। তাতো হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কতদিন মাসে ছুটি করেছেন?

উত্তর ঃ আমি মাসে পাঁচ-ছয় দিন ছুটি করি। ছোটবেলায় যেমন স্কুলে যেতে চায় না সেইরকম লোডাররা কাজে যেতে চায় না।

প্রশ্ন ঃ সব লোডারদেরই কি এক সমস্যা?

উত্তর ঃ না, অনেকে ছুটি করে না।

প্রশ্ন ঃ ওরা কি কাজটা ভালবাসে বলে নিয়মিত করে?

উত্তর ঃ না। কথাটা কাজ ভালবাসা খারাপ লাগা নয়। পেটের জন্য তো করতে হবেই। খাওয়ার জন্য তো করতে হবেই। কাজেই পছন্দ অপছন্দ ব্যাপার নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে তো ভারী জিনিষ তুলতে হয়, শরীরে ব্যাথা হয়?

উত্তর ঃ না। আমি তো ঠিকঠাকই কাজ করতে পারি। কোন অসুবিধা তো এখনও হয়নি।

প্রশ্ন ঃ অন্যদের কাজ করতে করতে অসুস্থ হতে দেখেছেন?

উত্তর ঃ বুড়ো লোকরা যারা সেভাবে নড়তে চড়তে পারে না। ওদের অসুবিধা হয়। বৃদ্ধ লোডারদের টাইম রেট বা হাজারী সিস্টেম করা উচিত। যে লোকটা ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে কোলিয়ারিকে সার্ভিস দিল তাকে এই সুবিধা দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ এই ব্যাপারে ইউনিয়নের কি ভূমিকা?

উত্তর ঃ ইউনিয়ন কি করবে। লোডারের ডেজিগনেশন তো লোডার। লোডারদের টাইম রেট হওয়াও খুব মুশকিল। লোডারকে এতটা কাজ করতে হবে। যেভাবেই হোক।

প্রশ্ন ঃ নিচে চোট লাগলে, ঔষুধ পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ ঔষুধ নিচে পাওয়া যায় না, উপরে উঠলেই সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ বেশী চোট লাগলে কি করা হয়?

উত্তর ঃ স্ট্রেচার আছে। স্ট্রেচারে করে উপরে নিয়ে আশা হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার নয় বছর চাকরি জীবনে বড় অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা দেখেনে?

উত্তর ঃ আমাদের কোলিয়ারিতে চারজন মারা গেছে একসাথে। সম্ভবত ১৯৯৪ সালে। একসাথে হঠাৎ চাদনী পরে গেছে। বিরাট মোটা চাট্টানের মত। প্রোডাকশনের সময় ছিল, চারজনই মরে গেছে। তবে আমি দেখি নি, শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাবা কি করতেন?

উত্তর ঃ এই কোলিয়ারিতেই কাজ করতো। মারা যাবার পর আমি কাজ করছি। বাবার জ্বর হত, মাথা ব্যাথা ছিল, দশ-বার বছর কাজ করেছে। ১৯৮২ সালে বাবা মারা গেছে। তখন আমি ছোট ছিলাম, আমার মা কাজ করত, এখন ঐ চাকরি আমি করছি। আমার ঠাকুরদাও খাদানে কাজ করত। তখন নেশানালাইজ ছিল না। পরে সেটাও সরকারী হয়ে গেছে।